উদাহরণ।

3. সন্দেহ : যে অর্থালঙ্কারে উপমেয় বা প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে উপমান বা অপ্রকৃত বস্তুর মধ্যে সংশয় উৎপন্ন হয় তাকেই সন্দেহ অলঙ্কার বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য: (i) সন্দেহ অলঙ্কারে দুদিক থেকেই সংশয় হয়। উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় জাগে এবং উপমানকে উপমেয় বলে সংশয় জাগে।

(ii) সংশয় সাধারণত প্রশ্নের আকারে প্রকাশ পায়।

(iii) সন্দেহ অলংকারে কবিত্বের গুণে প্রত্যক্ষ উপমেয় এবং কাল্পনিক উপমান — এ দুটির মধ্যে কোনটি সত্য নয় তা কবির কাছে এবং পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

দৃষ্টান্ত: সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকার?

— আলোচ্য উদাহরণে উপমেয় হল হাত, উপমান হল কাঁকন। কাঁকন সোনার তৈরী দেখতেও সুন্দর, হাত সোনার তৈরী না হলেও কবির চোখে তা সোনার মতই সুন্দর। সৌন্দর্যের এই সূক্ষ্ম সাদৃশ্যের কারণে কবির মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে যে উপমেয় হাতই কাঁকনের অলঙ্কার

থাকি উপমান কাঁকনই হাত এর অলঙ্কার। উপমান ও উপমেয়র মধ্যে জাগরিত এইরূপ সংশয়ের ভাব থেকেই উৎপন্ন হয়েছে সন্দেহ অলংকার।

4. সমাসোক্তি : যে অর্থালঙ্কারে উপমেয় বা প্রস্তুত বা অচেতন বিষয়ের উপর উপমান বা অপ্রস্তুত বা চেতন বিষয়ের ব্যবহার বা গুণ আরোপিত হয়, তাকেই বলা হয় সমাসোক্তি অলঙ্কার।

বৈশিষ্ট্য: (i) উপমানের কোনো উল্লেখ এখানে থাকে না, তবে তার ব্যবহার, আচার-আচরণ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

(ii) উপমেয়র উপর আরোপিত ব্যবহার, গুন, আচার আচরণের মাধ্যমে আমরা উপমানকে চিনতে পারি।

(iii) উপমানের আচার-আচরণ, ব্যবহার সাধারণত হয় গুণগত বা ক্রিয়াগত।

(iv) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমেয় হয় অচেতন বস্তু কিন্তু তার উপর আরোপিত হয় চেতন বস্তুর ব্যবহার।

দৃষ্টান্ত:

"~~শুনে~~ শুনিতেছি আজও আমি প্রাতে উঠিয়াই
আয় আয় কাঁদিতেছে তেমনই সানাই।"

— আলোচ্য উদাহরণটিতে 'সানাই' হল উপমেয় বা অচেতন বস্তু, যার উপর অনুপস্থিত উপমান বা চেতন বস্তু মানবশিশুর আয় আয় কান্নার শব্দ বা সুর এর ব্যবহারটি আরোপিত হয়েছে। উপমেয়র উপর উপমানের ব্যবহার আরোপিত হওয়ার কারণে আলোচ্য অলঙ্কারটি সমাসোক্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

Scanned with CamScanner